গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসের সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনা মোঃ মজিবুর রহমান অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯
সময়	:	সকাল ১১:০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং এতে কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্হাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়ঃ

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	অনিষ্পন্ন বিষয়	উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের আইন অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট ৩টি বিষয় যথাক্রমে- (১) Bangla Version of Rilaway Act 1890 with related amendments, (২) Approval of Bangla version of 6 (six) Railway Law/Code/Rules/Manuals, এবং (৩) State Railway General Code Volume-1 অনিষ্পন্ন রয়েছে। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, Railway Act, 1890-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ বাংলায় ভাষান্তর/নতুনভাবে খসড়া প্রস্তুতের নিমিত্ত পিপিআর-২০০৮ বিধিমালা মোতাবেক পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি বলেন, Railway Act, 1890 ভাষান্তর/নতুনভাবে খসড়া প্রস্তুতসহ অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত কার্যক্রম নিয়মিত ফলো-আপ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রকল্প সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়াদিও এ সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। অনিষ্পন্ন বিষয়াদির তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্হাপন করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন।	(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয়সভায় উপস্হাপন করতে হবে; (খ) প্রকল্প সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়াদিও সমন্বয়সভায় আলোচনা করতে হবে; এবং (গ) Railway Act, 1890 ভাষান্তর/নতুনভাবে খসড়া প্রস্তুতসহ অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত কার্যক্রম নিয়মিত ফলো-আপ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)/ যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং ৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.২	অডিট আপত্তি	অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান, প্রতিটি অঞ্চলে মাসে ৮টি দ্বিপক্ষীয় সভা এবং প্রতি ২ মাসে ১টি ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য প্রমাপ নির্ধারিত রয়েছে। আগস্ট ২০১৯ মাসে জিএম (পূর্ব) কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ৮টি দ্বি-পক্ষীয় সভায় ১১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। এছাড়া, জিএম (পশ্চিম) কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ২টি সভায় ৪৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১১৪টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে; কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে প্রমাপ অর্জিত হয়নি। এছাড়া, আগস্ট ২০১৯ মাসে উভয় অঞ্চলে কোন ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। আগস্ট ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রাপ্ত ৮টি ব্রডশীট জবাবের মধ্যে ৬টির ওপর কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অবহিত করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান যে, ১০ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির ৪১তম, ৪৫তম, ৫৪তম ও ৭১তম বৈঠকে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহিত ৫৮টি অডিট	(ক) প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের জন্য (পূর্ব/পশ্চিম) নির্ধারিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার প্রমাপ ও অর্জনের তথ্য (একটি ছকে) এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (খ) অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি সংক্রান্তে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারটি যথাযথভাবে ব্যবহার করে তথ্য-উপাত্ত হালানাগাদ করতে হবে;	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। মহাব্যবস্হাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। প্রধান প্রকৌশলী

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে

আপত্তির মধ্যে ৪২টি অডিট আপত্তি বিআর-এর নিকট পেন্ডিং রয়েছে। সভায় আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ও নিষ্পত্তির নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়:

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যালয়

ধরণ	আগস্ট/১৯ মাস পর্যন্ত জের	আগস্ট/১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	মোট আপত্তি (২+৩)	দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		মোট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	আগস্ট/১৯ মাস শেষে জের
				সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি	সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাধারণ	৫৮০	-	৫৮০	-	-		-	-	৫৮০
অগ্রিম	৫৩	-	৫৩	-	-	-	-	-	৫৩
খসড়া	১১০	-	১১০	-	-	-	-	-	১১০
মোট (ক)	৭৪৩	-	৭৪৩	-	-	-	-	-	৭৪৩
টাকা (হাঃ)	১৩৬১২৬১	-	১৩৬১২৬১	-	-	-	-	-	১৩৬১২৬১

মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্ব)-এর কার্যালয়

ধরণ	আগস্ট/১৯ মাস পর্যন্ত জের	আগস্ট/১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	মোট আপত্তি (২+৩)	দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		মোট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	আগস্ট/১৯ মাস শেষে জের
				সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি	সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাধারণ	৮৪৬৮	-	৮৪৬৮	-	১১	-	-	১১	৮৪৫৭
অগ্রিম	৭৯৭	-	৭৯৭	-	-	০৩	০৪	০৪	৭৯৩
খসড়া	৫৮৬	-	৫৮৬	-	-	-	-	-	৫৮৬
মোট (খ)	৯৮৫১		৯৮৫১	-	১১	০৩	০৪	১৫	৯৮৩৬
টাকা (হাঃ)	৩৩৪০৫৮৩০৬৮৪	-	৩৩৪০৫৮৩০৬৮৪	-	-	১২৭৪৯	-	-	৩৩৪০৫৮২২১৫৩

মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিম)-এর কার্যালয়

ধরণ	আগস্ট/১৯ মাস পর্যন্ত জের	আগস্ট/১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	মোট আপত্তি (২+৩)	দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		মোট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	আগস্ট/১৯ মাস শেষে জের
				সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি	সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাধারণ	৭৯১৯	৫০	৭৯৬৬	৪৮	১১৪	-	-	১১৪	৭৮৫২
অগ্রিম	৭০৭	-	৭০৭	-	-	০৭	০২	০২	৭০৫
খসড়া	৩৯৩	-	৩৯৩	-	-	-	০১	০১	৩৯২
মোট (গ)	৯০১৬	৫০	৯০৬৬	৪৮	১১৪	০৭	০৩	১১৭	৮৯৪৯
টাকা (হাঃ)	৩৫৪৭৮১০৬	২৭৫২৬৯৭	৩৮২৩০৮০৩	-	৫৬৮৭৮০	-	৬০৭	৫৬৮৭৮০	৩৭৬৬১৪১৬
সর্বমোট (ক+খ+গ)	১৯৬১০	৫০	১৯৬৬০	৪৮	১২৫	১০	০৭	১৩২	১৯৫২৮
মোট টাকা (হাঃ)	৩৩৪৪২৬৭০০৫১	২৭৫২৬৯৭	৩৩৪৪৫৪২২৭৪৮	-	৫৬৮৭৮০	১২৭৪৯	১৩১০	৫৬৮৭৮০	৩৩৪৪৪৮৪৪৮৩০

অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) সভায় আরও জানান যে, প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম)-কে রেলওয়ের প্রকল্প শেষ হওয়ার সাথে সাথে সকল কাগজপত্র বুঝিয়ে দেয়ার সময় অডিট আপত্তিগুলোও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দেয়া প্রয়োজন। তিনি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি সংক্রান্তে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারটি যথাযথভাবে ব্যবহার করে তথ্য-উপাত্ত হালানাগাদ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

সভাপতি বলেন যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত সফটওয়ার এ মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে বিশাল ভূমিকা রাখবে। এ সফটওয়ার প্রস্তুতের ফলে মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের অডিট আপত্তিসমূহের হালনাগাদ তথ্যাদি পাওয়া সম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের জন্য (পূর্ব/পশ্চিম) নির্ধারিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার প্রমাপ ও অর্জনের তথ্য (একটি ছকে) এবং

সিদ্ধান্ত:

(গ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচনাযোগ্য অডিট আপত্তিগুলোর জবাব যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(ঘ) প্রকল্প শেষ হওয়ার সাথে সাথে সকল কাগজপত্র বুঝিয়ে দেয়ার সময় অডিট আপত্তিগুলোও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে;

(ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

(চ) মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত অডিট আপত্তি বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত ফলো-আপ করতে হবে।

বাস্তবায়নে:

(পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচনাযোগ্য অডিট আপত্তিগুলোর জবাব যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত অডিট আপত্তি বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত ফলো-আপ করার জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৩</td><td>ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন</td><td>সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, আগস্ট ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়েতে মোট ৬২৯টি নোট উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ই-নথি কার্যক্রমে উপস্থাপিত নথির সংখ্যা ৪৪টি। ম্যানুয়েল বা হার্ড কপিতে উপস্থাপিত নথি সংখ্যা ৫৮৫টি। অর্থাৎ মোট কার্যক্রমের ৭% ভাগ ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালুর নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় থেকে গত ১১.০৬.২০১৯ তারিখে এটুআই প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানানো হয়েছে। গত ১৭.০৯.২০১৯ তারিখে সিএসটিই (টেলিকম) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত উভয় অঞ্চলের সকল দপ্তরের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রস্তুতের জন্য সার্ভে করা হচ্ছে। উক্ত সার্ভের ওপর ভিত্তি করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হবে।

সভাপতি ই-ফাইলিং কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০% নথি এবং ৬০% ডাক ই-ফাইলে নিষ্পত্তি করার জন্যও নির্দেশনা দেন। এছাড়া, ই-নথিতে পত্র উপস্থাপনে রেলওয়ের কর্মকর্তাদের সদিচ্ছার অভার রয়েছে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রয়োজনে একাজে সক্রিয় সহায়তা প্রদানের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আইটি সেলের কর্মকর্তাদেরকেও তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) রেলভবনসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগে ই-ফাইলিং চালু করার জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০% নথি এবং ৬০% ডাক ই-ফাইলে নিষ্পত্তি করতে হবে; এবং
(খ) ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি</td><td>সভায় আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম</th><th>আগস্ট ১৯ মাসের জের</th><th>আগস্ট ১৯ মাসে প্রাপ্ত</th><th>মোট মামলা</th><th>আগস্ট ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে</td><td>৩৩৬</td><td>২০</td><td>৩৫৬</td><td>৩৩</td><td>৩২৩</td><td>৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৮২টি মামলা।</td></tr>
<tr><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়</td><td>৪৫</td><td>-</td><td>৪৫</td><td>-</td><td>৪৫</td><td>৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৪২টি মামলা।</td></tr>
</table>
অতিরিক্ত মহাপরিচালক(আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
সভাপতি রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলসহ নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; এবং
(খ) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ</td><td>অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বিসিএস রেলওয়ে: ক্যাডার প্রবেশ পদ ২২টি শূন্য আছে এবং ৩৮তম হতে ৪১তম বিসিএস পরীক্ষায় চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে ২৯জনের। গত ২৯.০১.২০১৯ তারিখে ৩৭তম বিসিএস থেকে ১২জনের নন-ক্যাডার (ডাক্তার) চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ইস্তফা গৃহীত হওয়ায় নন-ক্যাডার (আরএনবি) প্রবেশে ১টি, নন-ক্যাডার (ডাক্তার) সহকারী সার্জন ১টি ও সহকারী সার্জন (ডেন্টাল) ১টি-সহ মোট ৩টি পদ শূন্য হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের উপ-সহাকারী প্রকৌশলীর (বিভিন্ন ট্রেডের) ১৮৮ ও ৪৫টির চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত চাহিদার প্রেক্ষিতে</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বার্ষিক জনপ্রতি ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>পিএসসি থেকে প্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল ড্রইং) পদে ২ জন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ওয়ে) পদে ২৪জন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (এস্টিমেটর) পদে ৭জন মোট ৩৩জন যোগদান করেছেন। এছাড়াও বর্তমানে উপ-সহাকারী প্রকৌশলীর (বিভিন্ন ট্রেডের) ২৯৮টির চাহিদা পিএসসিতে প্রেরণের লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বর্তমান শূন্য পদগুলোর মধ্যে নিয়োগযোগ্য পদের সংখ্যা ৪৯০১ যার বিপরীতে ২৫৭৭ টি পদের নিয়োগ চলমান আছে। অবশিষ্ট ১৯১৪ টি পদ বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য।

আগস্ট ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রাপ্ত জনবল ও শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>শ্রেণী</th><th>মঞ্জুরি</th><th>কর্মরত</th><th>শূন্যপদ</th><th>প্রবেশ পদে শূন্য পদ সংখ্যা</th><th>সরাসরি নিয়োগ যোগ্য শূন্য পদ</th><th>পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৫৬৩</td><td>৪০৩</td><td>১৬০</td><td>৯০</td><td>৬১</td><td>২৯</td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>১৫৮৭</td><td>৮৫৩</td><td>৭৩৪</td><td>৪৪২</td><td>২৯৩</td><td>১৪৯</td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>২১৬৪৪</td><td>১২৩০৪</td><td>৯৩৪১</td><td>২৮১৫</td><td>১১৪৫</td><td>১৬৭০</td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>১৬৪৮১</td><td>১২১৫৩</td><td>৪৩২৭</td><td>৩৪৬৮</td><td>৩৪০২</td><td>৬৬</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪০২৭৫</td><td>২৫৭১৩</td><td>১৪৫৬২</td><td>৬৮১৫</td><td>৪৯০১</td><td>১৯১৪</td></tr>
</table>
সভাপতি রেলওয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দেন। এছাড়া, APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বার্ষিক জনপ্রতি ৬০ঘন্টা প্রশিক্ষণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক আয়োজন করার নিমিত্ত স্ব-স্ব দপ্তরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>মোতাবেক আয়োজন করার নিমিত্ত স্ব-স্ব দপ্তরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে; এবং
(গ) APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৬</td><td>রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (মোবাইল কোর্ট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনা, পরিদর্শন ইত্যাদি)</td><td>(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। আগস্ট ২০১৯ মাসে ৫টি স্টেশনে ১০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ১৪৮টি মামলা এবং ২৩,৫১৫/- টাকা আদায় করা হয়েছে। তবে কোন আসামীকে জেল দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাক্ষণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলা শহরের স্টেশন ও গুরুত্বপূর্ণ জংশনে সপ্তাহে অন্তত: একদিন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের (ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া) জেলা প্রশাসকগণ-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সভাপতি কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাক্ষণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার নির্দেশনা দেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাক্ষণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে; এবং
(খ) বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতামূলক অভিযান পরিচালনা করেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকাসহ সকল ডিভিশনে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের ভিতরে ফ্লোর, সিট কভার, টয়লেট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। আগস্ট/২০১৯ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৭৬৪টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৩৫৩টি-সহ মোট ১১১৭টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এছাড়াও সুপারভাইজারগণের মাধ্যমে ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা ছাড়াও রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন অভিযান অব্যাহত আছে এবং বিষয়টি প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া, রেল স্টেশনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কাজ তদারকি এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিসিএম (পূর্ব) কর্তৃক লিখিত পত্রের মাধ্যমে ডিসিও, ঢাকা ও চট্টগ্রাম-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারীগণের সাদা পোষাক পরিবর্তনের জন্য মহাব্যবস্হাপকদ্বয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, স্টেশনে কর্মরত সুইপারদেরকে স্টেশন মাস্টারের অধীনে ন্যস্ত করার নির্দেশনাটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে কি-না তা স্টেশন পরিদর্শনকালে যাচাই করতে হবে। রেল ও রেল স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া, তিনি ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারীগণের সাদা পোষাক আগামী এক মাসের মধ্যে পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকতাগণকে নির্দেশনা দেন।	(ক) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) স্টেশনে কর্মরত সুইপারদেরকে স্টেশন মাস্টারের অধীনে ন্যস্ত করার নির্দেশনাটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে কি-না তা স্টেশন পরিদর্শনকালে যাচাই করতে হবে; (গ) রেল ও রেল স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে; এবং (ঙ) ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারীদের সাদা পোষাকের পরিবর্তন আগামী এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) ৫। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)। ৬। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম) ৭। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
		(গ) সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করতে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। গত বছরের সাথে চলতি বছরের দুই মাসের সময়নুবর্তিতার হারের তুলনামুলক চিত্র নিম্নরূপঃ মাস/বছর — ২০১৯ — ২০১৮ জুলাই — ৮২% — ৮৩% আগস্ট — ৭৮% — ৭৯.৫% সভাপতি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনার নির্দেশনা দেন। তিনি আরও বলেন যে, কোন কারণে ট্রেন বিলম্বে ছাড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে এবং এলইডি প্যানেল/বড় স্ক্রীনে প্রদর্শনের ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করতে হবে; এবং (খ) বিলম্বে ট্রেন ছাড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে এবং এলইডি প্যানেল/বড় স্ক্রীনে প্রদর্শনের ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
		(ঘ) পরিদর্শন: সভাপতি বলেন যে, রেলস্টেশন ও রেল পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে দু'টি চেকলিস্ট সম্প্রতি প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে দেয়া হয়েছে। রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত চেকলিস্ট অনুসরণে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্হাপন করতে হবে। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিজি, জিএম এবং ডিআরএমসহ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয়ধর্মী সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন।	(ক) রেলস্টেশন ও রেল পরিদর্শনের চেকলিস্ট অনুসরণে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে; (খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্হাপন	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>করতে হবে;
(গ) রেলওয়ে ট্র্যাকে কর্মরত কর্মীদেরকে আলাদা জ্যাকেট প্রদান করতে হবে; এবং
(ঘ) ডিজি, জিএম এবং ডিআরএমসহ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয়ধর্মী সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা</td><td>সভায় অবহিত করা হয় যে, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ রোধকল্পে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ হতে অভিযান অব্যাহত আছে। ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও ট্রেনের ছাদে যাত্রী ভ্রমণ রোধে অভিযান পরিচালনাসহ সর্তক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত আগস্ট ২০১৯ মাসে পরিচালিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>মাস</th><th>মোবাইল কোর্ট</th><th>পুলিশ অভিযান</th><th>যাত্রী গ্রেফতার</th><th>বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড</th><th>বিচারাধীন</th><th>জরিমানা আরোপ</th><th>মোট জরিমানার পরিমাণ</th><th>উদ্ধারকৃত মালামাল এর মূল্য</th></tr>
<tr><td>জুলাই ১৯</td><td>১২টি</td><td>২৫২৭</td><td>৪৬৬২ জন</td><td>৪জন</td><td>২৫২ জন</td><td>৪৩৭৭ জন</td><td>৭৬৯</td><td>৬২৫৬</td></tr>
<tr><td>আগস্ট ১৯</td><td>৩টি</td><td>২৩৮১</td><td>৬৫৮৮ জন</td><td>২জন</td><td>২৪৯ জন</td><td>৬৩১৪ জন</td><td>১১৬১</td><td>৫৬৮৫</td></tr>
</table>
সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ জানান যে, আগস্ট ২০১৮ সালে ৬৫,৮৫,৪৬০/- টাকার মালামাল উদ্ধার করা হয়েছিল। তিনি রেলওয়ে পুলিশের ব্যবহারের জন্য চাহিত জমি প্রদানের বিষয়টি এখনও পেন্ডিং রয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করেন। এ বিষয়ে জানান যে, সচিব মহোদয় এ নিয়ে সভা করেছেন এবং এ নিয়ে আরও সভা করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), আরএনবি হতে জানানো হয়েছে যে, আরএনবি (পূর্ব) কর্তৃক আগস্ট ২০১৯ মাসে ৫৫৯টি অভিযান পরিচালনা করে ছাদে, বাফারে ও ইঞ্জিনে অবৈধ ভ্রমণকালীন ২০৬৩ জনের নিকট হতে ২,৪৫,৮৪৯/- টাকা ভাড়া ও জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, আগস্ট-১৯ মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে আরএনবি, রেলওয়ে পুলিশ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, থানার ওসি, সাংবাদিক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ০৪ টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ৭২০টি লিফলেট বিতরণ করা হয়। ঢাকা বিভাগে বিভিন্ন সেকশনে ১৫টি অভিযান এবং ১৯ টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ১২০০টি লিফলেট বিতরণ করা হয়। এছাড়া, আরএনবি (পশ্চিম) কর্তৃক জুলাই ২০১৯ মাসে ৮২৫টি অভিযানের মাধ্যমে জরিমানাসহ ২২,৬৬,২৫০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। ট্রেনের ইঞ্জিন পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধে আরএনবি বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

সভাপতি বলেন যে, যাত্রীরা যাতে বিনা টিকিটে রেল স্টেশনে ঢুকতে না পারে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধ এবং স্টেশনে কার্যকরভাবে ফেন্সিং করতে হবে।</td><td>(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ করতে হবে;
(খ) বিনা টিকেটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাঁদে ওঠা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;
(গ) গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধকরণসহ কার্যকরভাবে ফেন্সিং করতে হবে; এবং
(ঘ) রেলওয়ে পুলিশের ব্যবহারের জন্য চাহিত জমি প্রদানের বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা হয়েছে এবং আরও সভা করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>রেলওয়ের রাজস্ব আয়-ব্যয়</td><td>অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, রেলওয়ে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাড়ানোর নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয় ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপঃ</td><td>(ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন),</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে

খাত	লক্ষ্যমাত্রা (রাজস্ব অনুযায়ী)	লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ অনুযায়ী)	জুলাই ২০১৯ মাসে অর্জন	শতকরা হার (রাজস্ব অনুযায়ী)	শতকরা হার (এপিএ অনুযায়ী)
যাত্রী সংখ্যা (হাজারে)	২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।	৭৬৬৬	৭৬৭৫	-	১০০%
যাত্রী বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)		৭৫০০	৮৬৯৭	-	১১৫%
মালামাল/ পার্শ্বেল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)		২০৪১	২৭৩৭	-	১৩৪%
বিবিধ আয় (লক্ষ টাকায়)		১৭৯১	৫৮৯	-	৩৩%
মোট আয় (লক্ষ টাকায়)		১১৩৩২	১২০২৩	-	১০৬%

আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, লোকোমোটিভ স্বল্পতার কারণে যাত্রী পরিবহন বাবদ আয় বাড়লেও মালামাল/পার্শ্বেল বাবদ আয় কমে যাচ্ছে। তিনি নষ্ট হওয়া ৯টি লোকোমোটিভ দ্রুত মেরামতের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভা অবহিত হয় যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের ''জিওএইচ'' সিডিউল প্রোগ্রামে ৪টি লোকোমোটিভ (নং-২৯০৮, ২৬০৪, ২৬১০, ২৯৩৩) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত ৩০.০৬.২০১৯ তারিখে ''জিওএইচ'' সিডিউল প্রোগ্রামে ১টি লোকোমেটিভ (নং-২৬১৫) মেরামত সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ৪টি লোকোমোটিভ (নং-২৭১০, ২৭১৬, ২৭১৭, ২৭০৭) ২৭০০ সিরিজের ২১টি মিটার গেজ নবরূপায়ন প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হবে। উক্ত প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। দ্রুত কার্যক্রম শুরু হবে।

মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) সভায় জানান যে, রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ দ্রুত বিক্রয়ের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সার্ভেশিট আসা মাত্রই নিয়মিতভাবে অবারিত দরপত্র আহবান করা হচ্ছে।

সভাপতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাসহ বিবিধ আয় যথাযথভাবে অর্জন করার নিমিত্ত সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি আরও বলেন যে, রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ নিয়মিত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

(খ) নষ্ট লোকোমোটিভগুলো দ্রুত মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

(গ) রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ নিয়মিত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নে:

রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে;

৩.৯ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

সভায় অবহিত হয় যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদ্বয়কে অঞ্চলভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আগস্ট ২০১৯ মাসের উচ্ছেদের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

দপ্তর	মোট জমি পরিমাণ (একর)	আগস্ট/১৯ মাস পর্যন্ত অবৈধ দখলে (একর)	আগস্ট/১৯ মাসে উদ্ধার (একর)	আগস্ট ১৯ মাস শেষে অবৈধ দখলে (একর)
পূর্ব	২৪৪৪০.৯৩	৫১৫.৩৩৯৫	৩.৫৮	৫১১.৭৫৯৫
পশ্চিম	৩৭৪১৯.৩৫	২৭২৯.৫৮	০.৬৬	২৭২৮.৯২
মোট	৬১৮৬০.২৮	৩২৪৪.৯১৯৫	৪.২৪	৩২৪০.৬৭৯৫

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক ও বাৎসরিক টার্গেট এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনার তথ্য ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সভা অবহিত হয় যে, ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি একটি দোকান ইজারা দেয়া হয়েছে। এ স্টেশনটিতে সারাবছরই প্রচুর যাত্রী সমাগম হয় এবং ঈদের সময় তা আরও বৃদ্ধি পায়; যাত্রীদের দাড়ানোর পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। সে জন্য স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানপাটসমূহ স্থানান্তর করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;

(খ) অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক ও বাৎসরিক টার্গেট এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনার তথ্য ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়-সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিতে হবে;

(ঘ) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করতে হবে এবং যথাশীঘ্র

বাস্তবায়নে:

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি/প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কর্মাশিয়াল ম্যানেজার পূর্ব/বিভাগীয় বাণিজ্যিক

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে জানানো হয়েছে যে, ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন করে কোন দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়নি। ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে সর্বশেষ ১০.০৩.২০১০ তারিখে দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে রেলভবনের ২০.১২.২০১০ তারিখের পত্রের মাধ্যমে নতুন দোকান বরাদ্দ না দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সভাপতি বলেন যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করাসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দেয়া এবং স্টেশনে কোন অবৈধ দোকান/স্থাপনা থাকলে তাও উচ্ছেদ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করা এবং যথাশীঘ্র সেগুলো প্লাটফরমের বাইরে স্থানান্তর করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন। তিনি বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তার শূন্যপদ পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুরোধ জানানোর নির্দেশনা দেন।</td><td>সেগুলো প্লাটফরমের বাইরে স্থানান্তর করতে হবে;
(ঙ) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করতে হবে; এবং</td><td>কর্মকতা, ঢাকা।
৬।আইন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা</td><td>সভায় আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলার নিম্নোক্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করা হয়:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th colspan="2">আগস্ট ১৯ মাসে জের</th><th colspan="2">আগস্ট ১৯ মাসে দায়ের</th><th colspan="2">আগস্ট ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th colspan="2">আগস্ট ১৯ মাস শেষে</th></tr>
<tr><th></th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>১০৭</td><td>৫৮৫৭০,১১৮/-</td><td>-</td><td>১৭০৪৪৫৫৭/-</td><td>-</td><td>-</td><td>১০৭</td><td>৪১৫,২৫,৫৫৭/-</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৫৫</td><td>৩৮৪৭৩,১৪৯/-</td><td>-</td><td>৪১৭৪/-</td><td>-</td><td>-</td><td>৫৫</td><td>৩৮৪৩১৯৬৭/-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৬২</td><td>৯৭০৪৩,২৫৭/-</td><td>-</td><td>১৭০৮৫৭৩৩/-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৬২</td><td>৭৯৯৫৭৫২৬/-</td></tr>
</table>
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করার জন্য প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
সভাপতি সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপরতা বৃদ্ধি এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি থাকার জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করতে হবে;
(খ) সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। যুগ্ম-সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>টিকেট কালো বাজারী রোধ</td><td>অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে সিসি ক্যামেরা বিদ্যমান রয়েছে এবং বিভিন্ন অপরাধমুলক কার্যক্রম প্রতিরোধ করা হচ্ছে। টিকেট কালোবাজারী রোধে অন-লাইন টিকেট বিক্রির কোটা বৃদ্ধি করে ৫০% করা হয়েছে। স্টেশনে কর্মরত সকল শ্রেণীর ট্রাফিক কর্মচারীদের টিকেট কালোবাজারী সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিসিএম ও সিওপিএসদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও টিকেট কালোবাজারী রোধকল্পে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের চাকুরী ০৩ (তিন) বছর পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলীর জন্য সংশ্লিষ্টদের ইতোমধ্যেই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, টিকেট কালোবাজারী রোধে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) প্রদর্শনের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ বলেন যে, টিকেট কালোবাজারী বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। আগস্ট ২০১৯ মাসে টিকেট কালোবাজারীর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৭জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। এছাড়া, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বিনা টিকেট কেউ যাতে প্লাটর্ফমে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।</td><td>(ক) টিকেট কালোবাজারী বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) টিকেটের উপর যাত্রীর নাম ও বয়স লেখা এবং NID ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম করতে হবে; এবং
(গ) ট্রেনে টিকেট চেকিং কালে NID ব্যবহারকারি যাত্রীর সঠিকতা নিরুপণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক. রেলওয়ে পুলিশ
৩।চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), আরএনবি, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪।বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকতা (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>সভাপতি টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম ও বয়স লেখা এবং NID ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম করতে হবে এবং ট্রেনে টিকেট চেকিং কালে NID ব্যবহারকারি যাত্রীর সঠিকতা নিরুপণ করার জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.১২</td><td>রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম</td><td>সভায় আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রমের নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th>(চিকিৎসক) মঞ্জুরকৃত/ কর্মরত</th><th>(নার্স) মঞ্জুরকৃত/ কর্মরত</th><th>ভর্তি কর্মকর্তা/ কর্মচারী</th><th>ভর্তি নির্ভর শীল</th><th>বহি:বিভাগ কর্মকর্তা/ কর্মচারী</th><th>বহি:বিভাগ নির্ভরশীল</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>-/২৩</td><td>-/৩৪</td><td>২৪০</td><td>২২৯</td><td>৪৩৭৫</td><td>৩৩০১</td><td>-</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৪/১৫</td><td>৩০/১৫</td><td>৬৫</td><td>৪৭</td><td>৫৩৭৯</td><td>৫২১৬</td><td>দুই কিস্তিতে ক্রয়কৃত ঔষধ সরবরাহ করা হয়।</td></tr>
</table>
আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পশ্চিম), সভায় জানান যে, রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর রোগীদের জন্য computerized registration চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ড. খালেদ হোসেন, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য গঠিত কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে; কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সভাপতি কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, উক্ত কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য তিনি মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা আয়োজন করারও নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম যথা- ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত অভিযানের তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, মজুদ পরিস্থিতি এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে ;
(খ) কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভা আয়োজন করতে হবে; এবং
(গ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন যথাসময়ে দিতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১৩</td><td>মুজিববর্ষ ২০২০ উদযাপন</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিস্তারিত কর্মসূচি সম্বলিত কর্মপরিকল্পনা ফলো-আপ করার নিমিত্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৮.০৯.২০১৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সভাপতি বলেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথাসময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন তদারকি করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(স্বাক্ষর) ৬/১০/১৯

(মোঃ মজিবুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
(সচিবের রুটিন দায়িত্বে)

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০১৩.১৮-৫৫১(১)

তারিখ: আশ্বিন ১৪২৬ / অক্টোবর ২০১৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এসএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।

যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
৭। সহকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেলভবন, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১১ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম।
১০। যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১১। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৮। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৯। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্টগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
২০। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৩। চীফ কমান্ডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৬। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd